ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রেমের ব্যাপারে হাল ছাড়ি না, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাই : মালাইকা

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপ সেরা একাদশের ছয়জনই ভারতীয়

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৮৩ ● কলকাতা ● ২১ আষাঢ়, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৬ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ

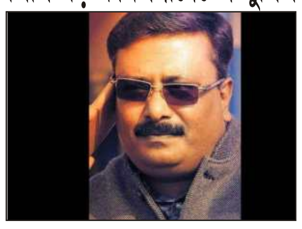

শিলিগুড়ি: নিউজ সারাদিন : সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর থেকে শুরু ধরপাকড়। শিলিগুড়ির আরও এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ। দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে।তবে দেবাশিস গ্রেপ্তারের পর থেকে গৌতম সতর্ক হয়ে যান। শিলিগুড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। প্রথমে কলকাতায় চলে আসেন। বেশ কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে চলে যান হায়দরবাদে। তার পর বেঙ্গালুরু হয়ে দিল্লিতে পৌঁছন তৃণমূল নেতা। গোপন সূত্রে সে খবর শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে পৌঁছয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লিতে পৌঁছন আধিকারিকরা। গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।ধৃত গৌতম গোস্বামী। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের তৃণমূল সহ সভাপতি তিনি।এছাড়া শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদেরও সদস্য। এর আগে জমি দুর্নীতি কাণ্ডে দেবাশিস প্রামাণিক নামে এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জেরা করেই গৌতম গোস্বামীর নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা। তার পরই তাঁর খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি।

শেষ পর্যন্ত শুক্রবার দুপুরে শপথ নিলেন তৃনমূলের দুই বিধায়ক

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার বিধানসভায় বিধায়ক হিসাবে শপথ নিলেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন সরকার। তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করালেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যপাল নিযুক্ত প্রতিনিধি ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের শপথ গ্রহণ করালেন না। শুক্রবার বিধানসভায় সায়ন্তিকাদের শপথবাক্য পাঠ করালেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ই। যেমনটি চেয়েছিলেন সায়ন্তিকারা। শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বদলে যায় ডেপুটি স্পিকার আশিসের।আশিস জানিয়ে দেন, তিনি স্পিকারের উপস্থিতিতে কোনও ভাবেই ওই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। স্পিকার বিমানকে তিনিই অনুরোধ করেন তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ করানোর ব্যাপারে। তাঁর অনুরোধেই বিমানই শপথ গ্রহণ করান। সায়ন্তিকাদের। শপথ পাঠ করানোর সময় জয় বাংলা স্লোগান তোলেন তৃণমূলের দুই বিধায়ক।

শুক্রবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের আগে এই শপথ অনুষ্ঠান।

'মুকুলদা সাড়া দিক', হাসপাতাল থেকে ফিরেই মন খারাপ কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কিছুদিন ধরেই শরীরটা ভাল নেই, তার উপর বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নিজের বাড়িতে বাথরুমে যেতে গিয়ে পড়ে যান মুকুল রায়। তারপর থেকেই ভর্তি বাইপাসের দাসের বেসরকারি হাসপাতালে। পড়ে যাওয়ার পরেই দফায় দফায় করছিলেন বমি। হারিয়ে ফেলেছিলেন জ্ঞান। উদ্বেগ বেড়েছিল গোটা পরিবারের। দ্রুতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। তারপর থেকে সেখানেই ভর্তি। চলছে চিকিৎসা। জ্ঞান এখনও ফেরেনি। একসময় যিনি বাংলার রাজনীতির 'চাণক্য' বলে পরিচিত ছিলেন তিনিই এখন কার্যত রাজনীতি থেকে শত যোজন দূরে। যদিও সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন মুকুল রায়। কখনও অর্জুন সিং, কখনও পার্থ ভৌমিক, কখনও অধীর রঞ্জন চৌধুরী, দেখা করতে গিয়েছেন বঙ্গ রাজনীতির পাড়ার সব তাবড় তাবড় নেতারা। এবার অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। ফিরেই ফেসবুকে দিলেন মন খারাপের পোস্ট। মুকুলের একসময়ের পুরনো সতীর্থ কুণাল লিখছেন, 'মুকুল রায়কে দেখে এলাম। খারাপ লাগল। আজ ভেন্টিলেশনের বাইরে। কিন্তু মস্তিষ্ক অচল। চোখ বুজে শুয়ে। শুভ্রাংশু কয়েকবার ডাকল। সাড়া দিল না। ডাক্তাররা বলছেন, পর্যবেক্ষণ ও অপেক্ষা।' তবে মুকুলকে দেখে যে কুণালের মনটাও ভাল না তা পোস্টের ছত্রে ছত্রেই স্পষ্ট। আরও লিখছেন, 'অতিসক্রিয়দের এই নিষ্ক্রিয় ছবি বেদনাদায়ক। মতপার্থক্য ভুলিয়ে মন ভারাক্রান্ত করে দেয়। মুকুলদা সাড়া দিক। সেরে উঠুক।'

মানুষের সমস্যায় সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন অভিজিৎ

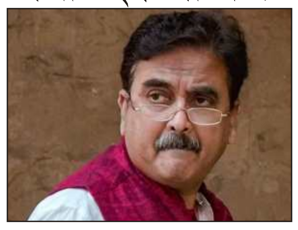

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মাবতার' থেকে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন তিনি। ভোটে জিতে তমলুক লোকসভার সাংসদ হয়েই মানুষের দাবি নিয়ে কাজ শুরু কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ পূর্ব শাখার ট্রেন চলাচল ভোগান্তি নিয়ে জিএমের সঙ্গে কথা বললেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "প্রায় দেড় বছর ধরে প্রতিদিন বিভিন্ন লোকাল ট্রেন খুবই দেরি করছে। মাঝেমধ্যে বাতিলও করে দিচ্ছে। আর দেরির পরিমাণ এক ঘণ্টা, কখনও দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত। আমাদের জিএমের ফোন নম্বর জোগাড় করে ফোনে কথা বলি। উনি কথা দিয়েছেন যে দেখবেন যাতে ট্রেন সময়মতো চলাচল করে। মানুষের পাশে দাঁড়ানো

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০/০৭/২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com -এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

রাজ্য থেকে জেলা স্তরে রদবদল হতে চলেছে বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিচুতলার ময়নাতদন্তে উঠে আসছে লোকসভা ভোটে বঙ্গ বিজেপির ভরাডুবির একাধিক কারণ। এবার তাই লোকসভা ভোটে হতাশাজনক ফলের জেরে সাংগঠনিক স্তরে বড়সড় রদবদল করতে চলেছে বঙ্গ বিজেপি। বিজেপি সূত্রের খবর, লোকসভা ভোটে হতাশাজনক ফলের জেরে জেলাস্তরে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদলের পথে হাঁটতে চলেছে তারা।যেমন, সম্বিত পাত্র। ওড়িশায় ভাল ফলের পর তাঁকে উত্তরাখণ্ডের সহ-পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ওড়িশায় পর্যবেক্ষক এবং সহ-পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজয়পাল সিংহ তোমর এবং সুশ্রীলতা উসেন্দিকে। বিজয়পাল উত্তরপ্রদেশ থেকে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। আগেও তিনি ওড়িশার দায়িত্ব সামলেছেন। বিহারে বিজেপির পর্যবেক্ষক বিনোদ তাওড়ে, সহ-পর্যবেক্ষক করা হয়েছে সাংসদ দীপক প্রকাশকে। গোয়া এবং জম্মু-কাশ্মীরে পর্যবেক্ষক হয়েছেন আশিস সুদ। হরিয়ানায় পর্যবেক্ষক সতীশ পুনিয়া এবং সহ-পর্যবেক্ষক সুরেন্দ্র সিংহ নগর, হিমাচল প্রদেশে পর্যবেক্ষক শ্রীকান্ত শর্মা, সহ-পর্যবেক্ষক সঞ্জয় টন্ডন। এ ছাড়া কর্নাটকের জন্য বিজেপি পর্যবেক্ষক এবং সহ-পর্যবেক্ষক করেছে সাংসদ রাধামোহন দাস আগরওয়াল এবং সুধাকর রেড্ডিকে। ঝাড়খণ্ডে পর্যবেক্ষক হয়েছেন সাংসদ লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী। তবে বাংলার কোনও নেতা বা নেত্রীর নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি পশ্চিমবঙ্গ নিয়েও।দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো শীঘ্রই রাজ্য বিজেপিতেও বেশ কিছু সাংগঠনিক পদে রদবদল করা হবে। পুজোর আগেই বদল হতে পারে প্রায় ১৫টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি। এমনই খবর গেরুয়া শিবির সূত্রের।

এদিকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজের সভাপতি পদ বদলের ক্ষেত্রেও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তবে, মূলত জেলা সংগঠনে ব্যাপক রদবদল করে জেলা থেকে মণ্ডল স্তর ঢেলে সাজানো হবে বলেই জানা গিয়েছে। চব্বিশের লোকসভা ভোটে যেখানে যেখানে খারাপ ফল হয়েছে সেখানকার অধিকাংশ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বদল করা হবে। একইসঙ্গে তিনশোর বেশি মণ্ডল সভাপতিও বদল করা হতে পারে। এছাড়া, সিংহভাগ বুথ কমিটির খোলনলচেও ঢেলে সাজানো হবে।সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য একটি মন্তব্য করেছেন সুকান্ত। তিনি বলেছেন, "আমাদের দলের নীতিই হচ্ছে এক ব্যক্তি এক পদ। সেক্ষেত্রে আমি যেহেতু মন্ত্রী হয়েছি তাই আমাকেও হয়তো সরে যেতে হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। আমাদের দলের যা কাঠামো সাংগঠনিক স্তরে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথমে উপরের স্তর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত পরিবর্তন হয়।"

তবে সাংগঠনিক স্তরে রদবদল প্রসঙ্গে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি সুকান্ত মজুমদার। তবে রাজ্য বিজেপিতে সাংগঠনিক স্তরে রদবদল হলে তা যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই হবে বলে রাজ্য বিজেপির এক নেতা দাবি করেন। তবে সাংগঠনিক বিভিন্ন স্তরে রাজ্য বিজেপিতে রদবদল যে হচ্ছেই তা বিজেপিরই একটি সূত্র দাবি করেছে।ক'দিন আগেই সল্টলেক পার্টি অফিসে ভোট পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানেই ঠিক হয়েছিল, একেবারে জেলা থেকে রিপোর্ট নেওয়া হবে। সেই মতো বিভিন্ন জেলায় পর্যালোচনা বৈঠক চলছে। মণ্ডল সভাপতি, জেলা ও জোন ইনচার্জ, বিধানসভা ইনচার্জদের নিয়ে এই বৈঠক হচ্ছে। শীঘ্রই নিচুতলার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা পড়বে রাজ্য কমিটির কাছে। তারপর সেই রিপোর্ট ঘসামাজা করে রাজ্য কমিটি পাঠাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। কিন্তু কেন লোকসভা ভোটে এই হতাশাজনক ফলাফল? কেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো গেল না? উনিশের প্রাপ্ত ১৮টা আসন কেনই বা নেমে এল ১২তে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে সংগঠনের হাল বুঝতে এখনও পর্যন্ত যে ক'টি পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে, সেগুলির থেকে নিচুতলার নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে যে যে বিষয়গুলি উঠে আসছে তা হল ১) অনেক পুরনো কার্যকর্তাকে ভোটের কাজে

এরপর ৩ পাতায়

পরিত্যক্ত বিল্ডিং-এ বসে

ডাকাতির ছক গভীর রাতে হানা দিয়ে সেই ছক ভেস্তে দিল পুলিশ

বেবি চক্রবর্ত্তী:শিলিগুড়ি: নিউজ সারাদিন : পরিত্যক্ত বিল্ডিং-এ বসে ডাকাতির ছক গভীর রাতে হানা দিয়ে সেই ছক ভেস্তে দিল পুলিশ। ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, চারটি খুকরি এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করে প্রধাননগর পুলিশ। আজ, শুক্রবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে দাগাপুর এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বিল্ডিং-এ বেশ কিছু দুষ্কৃতি জমায়েত হয়। সূত্র মারফৎ সেই খবর পেতেই অভিযানে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। রাতের অন্ধকারেই হানা দিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। যদিও সেসময়ই আরও কয়েকজন দুষ্কৃতি পুলিশি উপস্থিতি টের পেতেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ডাকাতির ছক ছিল ধৃতদের। সেক্ষেত্রে এই ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজ শুরু হয়েছে।

আগস্টেই পতন হতে পারে

এনডিএ সরকারের:লালু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগস্টেই পতন হতে পারে এনডিএ সরকারের! এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। আরজেডি প্রধানের দাবি, কেন্দ্রের সরকার খুবই দুর্বল। ফলে যে কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে। তাই দলীয় কর্মীদের প্রস্তুত থাকার পরামর্শই দিচ্ছেন বর্ষীয়ান নেতা।এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় কার্যতই এক্সিট পোলের ভবিষ্যদ্বাণী নস্যাৎ করে বিজেপি মাত্র ২৪০টি আসন পেয়েছে। এনডিএ শেষ করেছে ২৯৩ আসনে। যেখানে গতবারই বিজেপি ৩০০-র বেশি আসন পেয়েছিল, সেখানে এবার জোটসঙ্গীদের নিয়েও তিনশো টপকাতে পারেনি তারা। এমনকী, ২০১৪ ও ২০১৯ সালে 'ম্যাজিক ফিগার' একাই পেরিয়ে গেলেও এবার গেরুয়া শিবির থেমেছে অনেক আগে। তাই সরকার টিকিয়ে রাখতে টিডিপি ও জেডিইউয়ের মতো দলকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হচ্ছে মোদিদের। এহেন পরিস্থিতিতে বিরোধীদের খোঁচা দিতে দেখা দিয়েছে যে নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো নেতাদের যেখানে এর আগে সেই অর্থে গুরুত্বই দেননি মোদি, এবার তাঁদের হাত ধরেই সরকার গড়তে হয়েছে। এই সরকার যে বেশিদিন টিকবে না, এমনও দাবি করেছে তারা। এবার লালুর দাবি, আগস্টের মধ্যেই ভেঙে যেতে পারে তৃতীয় এনডিএ সরকার। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমি সমস্ত দলীয় কর্মীদের কাছে আর্জি জানাচ্ছি প্রস্তুত থাকার। কেননা যে কোনও সময়ই নির্বাচন হতে পারে। দিল্লির মোদি সরকার খুবই দুর্বল। আগস্টের মধ্যে তা ভেঙে পড়তে পারে।" শুক্রবার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় লালু সকলকে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সঙ্গেই লোকসভা নির্বাচনে দলের ফলাফল নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে।

বিশেষ মর্যাদা নয়,

নরেন্দ্র মোদির কাছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবি নাইডুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের পর থেকেই অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু তার রাজ্যের জন্য বিশেষ মর্যাদা দাবি করছিলেন। তবে এখন আর তিনি বিশেষ মর্যাদা নয় বরং রাজ্যের প্রগতির জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে ৪ জুলাই সকালে এক বৈঠকে তিনি নরেন্দ্র মোদিকে জানান, ২০১৪ সালে অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য পুনর্গঠন আইনে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তিনি চান সেগুলো কার্যকর করা হোক। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, রাজ্য পুনর্গঠনে কেন্দ্র যথাযথ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। চন্দ্রবাবু দুই দিনের দিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জানা গেছে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গেও নাইডু দেখা করবেন। আপাতত নাইডুর চিন্তা রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা। গত পাঁচ বছরে ওয়াইএসআর নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির শাসনকালে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার লাখ কোটি রুপিতে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। কোষাগার ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৬ হাজার কোটি রুপি। ঋণের এই বোঝা থেকে পরিত্রাণের অনুরোধই প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন চন্দ্রবাবু। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চান, শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ করিডোর নির্মাণ ও বিমানবন্দরগুলোর সম্প্রসারণ। কেন্দ্রের সহায়তা ছাড়া তা অসম্ভব। সেই দিক থেকে নাইডুর এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কেন্দ্রে যখন বন্ধু ও শরিক সরকার আসীন।

মৌরিতানিয়ায় নৌকাডুবিতে

৮৯ অভিবাসীর মৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৌরিতানিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় এনডিয়াগোর কাছে নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৮৯ জন অবৈধ অভিবাসী মারা গেছে। ৭২ জন নিখোঁজ রয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ও এক স্থানীয় কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।

মৌরিতানিয়ান নিউজ এজেন্সি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অভিবাসীরা একটি বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার নৌকায় যাত্রা করছিল। যাত্রাপথে সোমবার (১ জুলাই) এনডিয়াগো শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে নৌকাটি ডুবে যায়। এ ঘটনায় উপকূলরক্ষীরা ৮৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। তারা পাঁচ বছরের একটি মেয়েশিশুসহ নয়জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। বেঁচে যাওয়াদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, 'নৌকাটি ছয় দিন আগে সেনেগাল-গাম্বিয়া সীমান্ত থেকে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করে। এতে ১৭০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী ছিল। যাদের মধ্যে এখনও ৭২ জন নিখোঁজ রয়েছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় সরকারের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও এএফপিকে একই তথ্য দিয়েছেন।

আটলান্টিক রুটটি শক্তিশালী স্রোতের কারণে বিশেষ করে বিপজ্জনক। তার ওপর প্রায়ই সমুদ্রে চলাচলের অযোগ্য নৌকায় অভিবাসীরা যাত্রা করছে। আর সে নৌকাগুলো ধারণক্ষমতার বেশি লোক বহন করছে। তাদের সঙ্গে থাকছে না পর্যাপ্ত সুপেয় পানি। ফলে তাদের অনেকেই নৌকাডুবিতে বা সুপেয় পানির অভাবে পথিমধ্যে মারা যাচ্ছে।

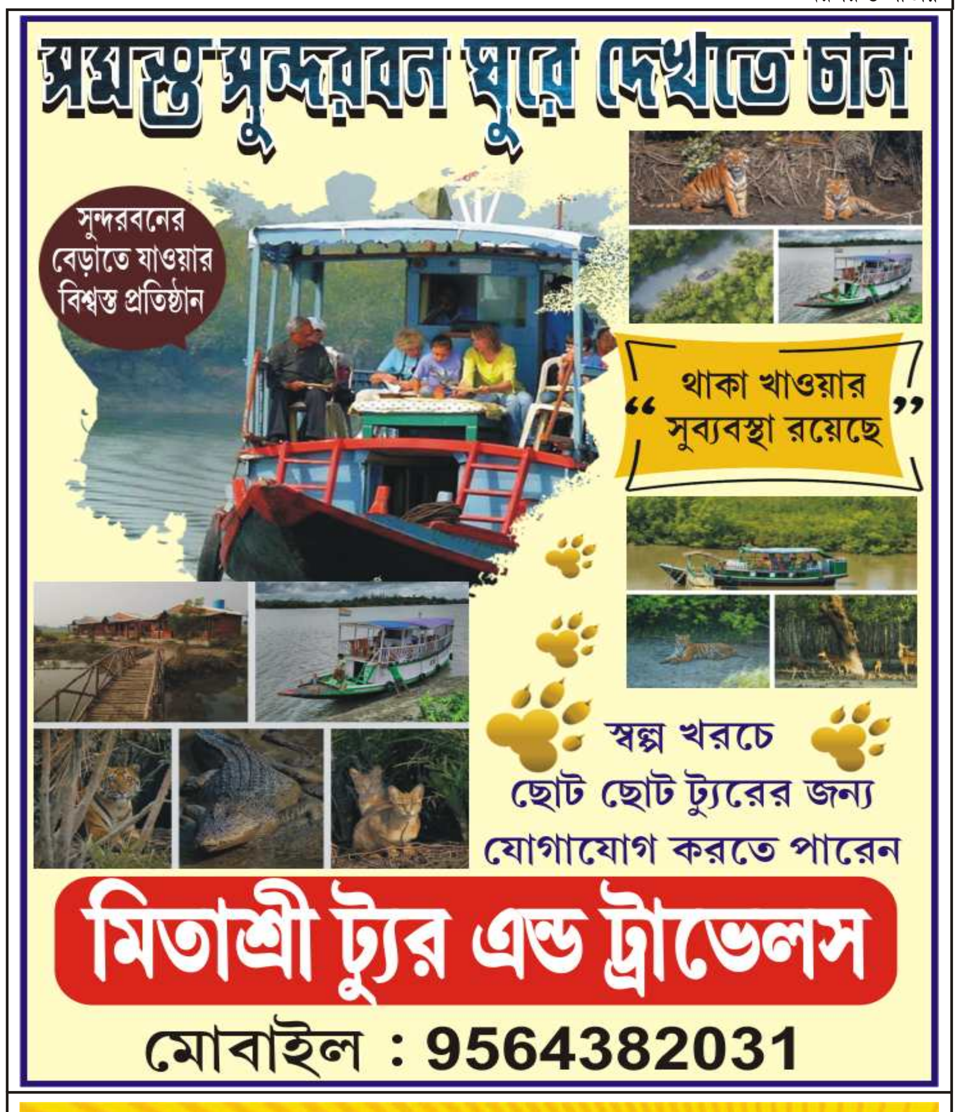

ফালাকাটার রাজপথে এবার রথের প্রতিযোগীতা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা: নিউজ সারাদিন : ফালাকাটায় রথ যাত্রাকে কেন্দ্র করে যেন প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে গেছে।গত কয়েক বছর ধরে ফালাকাটা শহরে দুটি রথ বের হত।তবে এবার মোট ৪টি রথ শহরের রাজপথ পরিক্রমা করবে।শীতলাবাড়িতে রথ যাত্রার পাশাপাশি বসবে মেলাও।স্বাভাবিক ভাবেই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এখন সাজোসাজো আয়োজন ফালাকাটায় শহরজুড়ে। ফালাকাটা পুরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ রায়(ওরফে সনাতন) বলেন, রথযাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য আমরা নজর রাখবো। পাশাপাশি রথযাত্রা দেখতে আসা পুণ্যার্থীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য থাকবে পুলিশ কড়া নিরাপত্তা। ইসকন আয়োজিত ফালাকাটা রথযাত্রা কমিটির সম্পাদক স্বপন দে সরকার বলেন, ফালাকাটাতে এবারই আমরা প্রথম রথযাত্রার আয়োজন করছি।রবিবার রথকে কেন্দ্র করে খুব ভোর থেকে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।এছাড়াও ৮দিন ধরে মহাকালবাড়ি প্রাঙ্গনে চলবে নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ফালাকাটা শীতলাবাড়ির রথযাত্রার পাশাপাশি কয়েক বছর ধরে রথযাত্রার আয়োজন করছে গৌরীয় মঠ কর্তৃপক্ষ।তাদের মিলরোড় এলাকা থেকে রথ বের হয়।শহরের থানারোড় ধরে জাতীয় সড়ক হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘোরানো হবে তাদের রথকে।এবারও রথযাত্রার দিন প্রায় ১৬০কেজি জিলিপিতে জগ্ন্নাথ দেবকে বরণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। এছাড়াও ফালাকাটাতে এবার ইসকন পরিচালিত রথযাতাত্রা,সুভাষপল্লী গিরিধারি আশ্রমের পক্ষ থেকেও রথ বের করা হবে।

আনস্ক্রিপটেড সাক্ষাৎকার :

বাইডেনের জন্য বড় পরীক্ষা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গত ২৮ জুন বিতর্কে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতর চাপের মুখে থাকা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার এবিসি চ্যানেলে একটি সাক্ষাৎকার দেবেন। এই পরিস্থিতিতে এই সাক্ষাৎকারকে বাইডেনের জন্য বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন মার্কিন রাজনীতি বিশেশ্লষকরা। বাইডেন আজ তার শহর উইসকনসিনে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভোটারদের একটি মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেবেন। সেখানেই কর্মসূচির ফাঁকে এবিসির সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা রয়েছে তার।

এই সাক্ষাৎকারটি বাইডেনের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে, কারণ এটি হবে আনস্ক্রিপটেড। অর্থাৎ, প্রশ্নগুলো আগে থেকে বাইডেনকে দেওয়া হয়নি। তাই অনেকেই এটিকে ৮১ বছর বয়সী বাইডেনের জন্য বড় পরীক্ষা মনে করছেন।

গত ২৮ জুন, সিএনএনের আয়োজনে নির্বাচনী বিতর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেন মুখোমুখি হন। অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি এবং অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্পের সমালোচনার মুখে পড়েন বাইডেন, তবে স্পষ্ট এবং আত্মবিশ্বাসী যুক্তি দিয়ে সেগুলো খণ্ডন করতে ব্যর্থ হন তিনি। বিতর্কের পর তাৎক্ষণিক এক জরিপে দেখা গেছে, বিতর্ক দেখা দর্শকদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চান।

বিতর্কের পর থেকে বাইডেন নিজের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরেও ব্যাপক চাপের মধ্যে আছেন। অনেক প্রভাবশালী সদস্য ও ডোনাররা প্রকাশ্যে না বললেও বিভিন্ন ফোরামে বাইডেনকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আহবান জানিয়েছেন। তাদের মতে, বাইডেনের বয়স এবং তার জয়ের সম্ভাবনা কম থাকায় তিনি প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত।

বাইডেন অবশ্য বলেছেন, ঘুমের অভাব এবং জেটল্যাগের কারণে বিতর্কে তার পারফরম্যান্স খারাপ হয়েছিল। তিনি নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই বলেও উল্লেখ করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনে এক অনুষ্ঠানে, দর্শকসারির একজন বাইডেনকে চিৎকার করে বলেন, জনাব প্রেসিডেন্ট, লড়াই জারি রাখুন। সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোন হাতে বাইডেন উত্তর দেন, 'আপনি আমার মনে কথা ধরতে পেরেছেন, বন্ধু। আমি পিছু হটছি না।'

১-ম পাতার পর

মানুষের সমস্যায় সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন অভিজিৎ

বিজেপির কাজ, আমরা তা শুরু করে দিলাম।"যাত্রীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শাখায় টাইম টেবিল মেনে ট্রেন চলাচল করে না। সঠিক টাইমে ট্রেন চলাচল না করায় চরম সমস্যায় পড়ছেন ছাত্রছাত্রী থেকে অফিস যাত্রীরা। নিত্যযাত্রীদের এই সমস্যার কথা জানতে পারেন তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সেই সমস্যার কথা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানতে পারেন তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ভোটে জিতে সংসদে গিয়ে শপথ গ্রহণের পর তমলুকে আসেন তিনি। ঘুরে দেখেন তমলুক সদর শহরের বিভিন্ন জায়গা। মানুষের সমস্যার কথাও শোনেন তিনি।

পরে সংবাদমাধ্যমে জানান, দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেন চলাচল ভীষণ অনিয়মিত। ফলে মানুষ খুব সমস্যায় আছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলের জিএম-এর সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। জিএম কথা দিয়েছেন খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন।

'সায়ন্তিকাদের শপথ অসাংবিধানিক', রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন রাজ্যপাল

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : জল্পনা চলছিল। রাজভবনের নির্দেশ অমান্য করে শুক্রবার শপথ নিয়েছেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। এর ঠিক কিছুক্ষণ পরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করলেন রাজ্যপাল বোস। পরিষ্কার জানালেন শপথগ্রহণ অসাংবিধানিক। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতির কাছে এই শপথ নিয়ে রিপোর্ট পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি।

এ দিন, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস নিজেই কয়েকটি প্রশ্ন লিখে তার উত্তর আবার নিজেই দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন তিনি বিধানসভার রুল মেনে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যপালের বক্তব্য, রুল কখনই সংবিধানের উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

উল্লেখ্য, ৪ঠা জুন ভগবানগোলা ও বরাহনগর বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে। এরপর একমাস কেটে গিয়েছে। তবু রাজ্য-রাজভবনের টানাপোড়েনের জেরে শপথ নেওয়া হয়নি জয়ী তৃণমূলের দুই প্রার্থীর। এরপর রাজ্যপাল নির্দেশ দেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথ বাক্য পাঠের। তবে তিনি জানান, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তিনি শপথবাক্য পাঠ করাতে পারবেন না। আশিস এও বলেন, "অধ্যক্ষ থাকতে আমি শপথ বাক্য পাঠ করাতে পারি না। এই ধৃষ্ঠতা আমার নেই।" এরপর রাজ্যপাল বোসের নির্দেশ অমান্য করেই কার্যত সায়ন্তিকা ও রেয়াতদের শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার।

রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠানো প্রসঙ্গে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "শেষ ভাল যার সব ভাল তার। এত ধরনায় বসা এইসেই। এই জটিলতার দরকার ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করানো হোক।" অপরদিকে রেয়াত হোসেন বলেন, "উনি চিঠি পাঠাতেই পারেন। এই বিষয়টি স্পিকার দেখবে।" অপরদিকে, রাজ্যপালের সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ায় আমি খুশি। আমরা আগেই রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছিলাম। রাজ্যপালের কোনও কথার জবাব আমি দেব না। ওনার কোনও ক্ষমতা নেই স্পিকারকে অপসারণ করার।"

সাহিত্য পত্রিকার বাৎসরিক কবিতা উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ৫ জুলাই, শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হলো শ্রুতি সাহিত্য পত্রিকার বাৎসরিক কবিতা উৎসব। প্রায় ১০০ কবি সাহিত্যিক কে বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়। কবি রাহুল ভট্টাচার্য্য, নিমাই চন্দ্র ঘোষ, সফিউল্লা নাইয়া,সেঁজুতি গোস্বামী, হিমেন্দু দাস, তরুণ কান্তি মন্ডল, সন্ধ্যা মন্ডল(দুয়ারী), সরজ ভট্টাচার্য, লক্ষণ কুন্ডু, চৌধুরী মোকিম,পার্থ দাস বৈরাগ্য, প্রতীক মুখার্জী, চৌধুরী মোকিম, কামাল হাসান, অভিনব বিশ্বাস, সীমন্ত বিশ্বাস, দীপিকা সাহা, স্বরস্বতী মন্ডল, সকলকে কলম চক্র সম্মান প্রদান করা হয়। প্রদান করা হয় সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মান - মুস্তাক আহমেদ, রাজীব সেখ, দীপঙ্কর চৌধুরী, রাহুল বোস, অর্ণব দত্ত, সহদেব দোলুই, নূপুর মাহাত, শঙ্খ শুভ্র চট্টপাধ্যায়, অভিজিৎ দত্ত, সুচিত চক্রবর্তীকে, আরো অনেকে প্রদান করা হয়। বাঙ্গনারী সম্মানে সম্মানিত করা হয় -শান্ত্বনা তরফদার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও কবি কে। অঙ্কন রত্ন উপাধি প্রদান করা হয় -ড.সৃজীতা কোলে শিশু চিত্র শিল্পী ও বাচিকশিল্পী কে স্বরস্বতী সম্মান প্রদান করাহয় এবং ড.কুন্তল অধিকারী, শশী দুয়ারী, অভীক মুখার্জী। নজরুল স্মৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়-তাপস সরকার, সুমন কোদালী, আহেদা খাতুন ও অঞ্জু মাঝি, বন্দনা মালিক, মিঠু নন্দী, আকাশ ঘর, মেঘলা রাণী পাল দত্ত, জয়ন্ত দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন - প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য্য এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক - (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কবি) দীপঙ্কর পোড়েল বলেন - এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল, তরুণ প্রজন্ম বাংলা সাহিত্যে কে নিয়ে একটু ভাবুক তার উঠে আসুক, অনবদ্য অনুষ্ঠান হয়েছে প্রতুল বাবু ও অতিথি দের উপস্থিতে এক বাকরুদ্ধ কর অনুষ্ঠানের সাক্ষী হলাম আমরা সকলেই এ আবেগ ঘন মূহুর্ত ভাষাতে প্রকাশ করা সম্ভবনা, সকলে সুন্দর ও সুস্থ জীবন কামনা করছি ধন্যবাদ।

ব্রিটেনের নির্বাচনে জয়জয়কার লেবার পার্টির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালে ব্রিটেনের নির্বাচনে ৬৫০ টি আসনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪১১টি চলে গিয়েছে কিয়ের স্টার্মারের দখলে। তার মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রার্থীরাও। ইতিমধ্যেই অন্তত ১০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রার্থী জয় নিশ্চিত করে ফেলেছেন। সেই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলেই অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের। ৬৫০ টি আসনের হাউস অফ কমন্সে গতবার ১৫ জন ভারতীয় বংশোদ্ভুত সাংসদ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ছাড়াও আরও ৬ জন কনজারভেটিভ দলের ভারতীয় বংশোদ্ভুত সাংসদ ছিলেন হাউস অফ কমন্সে। বিরোধী লেবার পার্টি থেকে ছিলেন ৮ ভারতীয় বংশোদ্ভুত সাংসদ। তবে ২০২৪ সালে ব্রিটেনের নির্বাচনে মোট ১০৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রার্থী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ১০ জনের জয় নিশ্চিত। জয়ী হতে পারেন আরও একাধিক ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রার্থী।

জয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রার্থীদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন ঋষি সুনাক । তাঁর দলের ভরাডুবি হলেও সুনাক নিজে জিতে গিয়েছেন রিচমন্ড কেন্দ্র থেকে। সুনাক সরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যানও জয়ী হয়েছেন ফারহ্যাম কেন্দ্র থেকে। উল্লেখ্য, ভারতবিদ্বেষী মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল ভারতীয় বংশোদ্ভুত নেত্রীর বিরুদ্ধে। এছাড়াও কনজারভেটিভ পার্টি থেকে টিকিট পাওয়া গগন মহীন্দ্রা, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল জয়ী হয়েছেন। লেবার পার্টির টিকিটে নির্বাচনে লড়া প্রীত কউর গিল, কণিষ্ক নারায়ণ, নবেন্দু মিশ্র, লিসা নন্দী, শিবানী রাজা, সৎবীর কউররাও জিতে গিয়েছেন। পাগড়ি পরিহিত ব্রিটেনের প্রথম সাংসদ তনমনজিৎ সিং দেশিও জিতে গিয়েছেন। টানা দুবার হাউস অফ কমন্সে জায়গা করে নিলেন এই ভারতীয় বংশোদ্ভুত সাংসদ। বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে লেবার পার্টি। সেই দলের ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রার্থীদের ঢেলে ভোট দিয়েছে ব্রিটিশ আমজনতা।

চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হতে চলেছে ২৩ অথবা ২৪ শে জুলাই

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : চলতি মাসেই হতে চলেছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন শরিকদের সঙ্গে নিয়েই তৃতীয়বারের জন্য দিল্লির মসনদে বসেছেন নরেন্দ্র মোদি।

এই পূর্ণাঙ্গ বাজেটকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ চড়েছে। বিশ্লেষকরা আশা করছেন বিশেষ কয়েকটা সেক্টরে এবার বিশেষ নজর দেওয়া হতে পারে। বিশ্লেষকরা আরো মনে করছেন কর্মসংস্থান এবং নতুন প্রজন্মের দিকে বড় কিছু ঘোষণা করতে পারে নতুন এনডিএ সরকারের বাজেট। তারা মনে করছেন জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সপ্তম বারের জন্য বাজেট পেশ করবেন। যা রেকর্ড হতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কারণ অর্থমন্ত্রী হিসাবে নির্মলা সীতারামন সব থেকে বেশি বার ইউনিয়ন বাজেট পেশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক বাজেট পেশ করার রেকর্ড রয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এর নাম। তিনি ছয়বার বাজেট পেশ করেছেন।

সূত্রের খবর নতুন সরকারের প্রথম বাজেট আগামী ২৩ অথবা ২৪ শে জুলাই পেশ হতে পারে। এই বিষয়ে খুব শীঘ্রই অধিবেশন ডাকা হবে। যদিও তার আগে মন্ত্রী সভায় বাজেটে অনুমোদন দেবে। এরপর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে বাজেট বিষয় অবহিত করার পর সমস্ত সাংসদদের অধিবেশন নিয়ে বার্তা পাঠানো হবে।

প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ সালে ভারতের সর্বকালীন সর্বোচ্চ বিকাশ হারের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ২০২৩-২৪ সালে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৬ হাজর ১৮৭ কোটি টাকা যা গত আর্থিক বছরের তুলনায় ১৬.৮ শতাংশ বেশি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতের এই সর্বকালীন সর্বোচ্চ বিকাশ হারের প্রশংসা করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর একটি পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন :

"খুব উৎসাহব্যঞ্জক উন্নতি। এক্ষেত্রে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন। আমাদের সক্ষমতা আরও বাড়ানোর উপযোগী অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং ভারতকে বিশ্বের প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের অগ্রণী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এর ফলে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং আমরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবো।"

২ পাতার পর

রাজ্য থেকে জেলা স্তরে রদবদল হতে চলেছে বিজেপির

যুক্ত করা হয়নি। ২,) বুথ সংগঠন একেবারেই ঢিলেঢালাথ ৩,,) বুথ নিয়ে ভুল রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। প্রায় সর্বত্রই বলা হয়েছিল ভাল ফল হবে। সংগঠন মজবুত। কিন্তু বাস্তবে সেটা ছিল না। ৪) বাড়ি বাড়ি প্রচারেই খামতি ছিল বিজেপি সমর্থকদের। ভোটারদের কাছে সেভাবে কেউ যায়নি। জেলা সভাপতিদের সঙ্গে দলের প্রার্থীদেরই সমন্বয়ের অভাব ছিল অধিকাংশ লোকসভা কেন্দ্রেই। ৬) কেন্দ্রীয় নেতাদের ঘনঘন বৈঠক, বড়বড় সভা করতে গিয়ে জনসংযোগে ঘাটতি হয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় সেভাবে ভোটারদের কাছে যেতেই পারেনি দলের কর্মীরা।

এইসব কারণগুলি নিয়েই চর্চা চলছে দলের অন্দরে। তবে এখন সবচেয়ে বেশি জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে যে আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে কোন কোন জেলা সভাপতির উপর খাঁড়া নামতে চলেছে, কার কার পদ যেতে পারে।

হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় সাংগঠনিক রদবদল অর্থাৎ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বদলের পথেই হাঁটতে চলেছে গেরুয়া শিবির বলে খবর। হাওড়া জেলার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রেই আশানুরূপ ফল হয়নি। হুগলি আসনটি হাতছাড়া হয়েছে। আরামবাগকে পজেটিভ সিট ধরা হলেও সেখানে হার হয়েছে। আবার বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন হাতছাড়া হয়েছে। আসানসোল পজেটিভ হলেও সেখানে হার হয়েছে। বর্ধমান জেলায় দলের কোন্দলও রয়েছে। কাজেই বর্ধমান জেলায় সংগঠনের খোলনলচে বদল করা হবে বলে খবর।দক্ষিণ ২৪পরগনায় অত্যন্ত খারাপ ফল হয়েছে, তার উপর গোষ্ঠীকোন্দলের খবর রয়েছে। সেখানেও একাধিক সাংগঠিক জেলায় রদবদল হতে চলেছে। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা কমিটিতেও রদবদলের প্রবল সম্ভাবনা। বাঁকুড়া আসন হাতছাড়া হয়েছে। সেখানে দলের মধ্যে কোন্দলও চরমে উঠেছিল ভোটের আগে। আবার সেই জেলারই বিষ্ণুপুর আসনে খুব কম মার্জিনে জিতেছে বিজেপি। ফলে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা ও বীরভূম ও বোলপুর সাংগঠনিক জেলাতেও সাংগঠনক রদবদল করতে চায় রাজ্য বিজেপি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা ০৬ জুলাই, ২০২৪ শনিবার ২১ আষাঢ়, ১৪৩১

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গান্ধীবুড়ির আত্মবলিদানের পর ৮০ বছর কাটলেও তাঁকে নিয়ে সে ভাবে চর্চা নেই

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

ইতিহাস আজও আমরা ভুলি না, তবে সত্য-মিথ্যা এর মাঝের মানুষ জীবিত থাকাকালীন তাকে মূল্য দেয়া হয়নি ইতিহাস চিরন্তন সত্য। এই বাংলায় বহু সৈনিক ও মুনি ঋষিরা রয়েছে যারা জীবিত থাকাকালীন সরকার কেন সাধারণ মানুষ মূল্য তাদেরকে দেয়নি, তাদের নিয়ে সেভাবে মূল্যায়ন হয়নি । আজও বহু সৎ নিষ্ঠাবান নির্ভীক মানুষ আছে তাদের মূল্যায়ন হচ্ছে না। তেমনই এক বাংলার নারী গর্ভের ইতিহাস আজও মনে রাখে ভারত বর্ষ তথা পৃথিবীর মানুষ।বাংলার সেই বাঙালি নারীরা কোন দিন কোন দিক থেকে পিছিয়ে ছিল না।আজও তারা পিছিয়ে নয় তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ বাংলার রাজনীতিতে আমাদের ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে কান্ডারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অশুভ শক্তি যতবার এই পৃথিবীর বুকে শাসন করার চেষ্টা করেছে, ঠিক ততোবার নারী শক্তি রূপে দুর্গা অসুর কে বধ করেছিল।ভারতবর্ষের পটভূমিতে বাংলার নারীদের ইতিহাস বাঙালি নারীর জীবনের কথা জড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতাতে। আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অনিশিকার্য আর তেমনই এক নারী শহীদ বীরঙ্গনা বা বীর সৈনিক হিসেবে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল।ভারত থেকে ব্রিটিশকে তারানার উন্মোচন করেছিল,এই থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নারীদের সূচনা ।সেই জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলা স্বামী বিবেকানন্দর ওই সময়ের একটি বক্তব্য মাতঙ্গিনীকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। স্বামীজি বলেছিলেন- 'এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হবেন- জননী-জন্মভূমি। তার পূজো করো সকলে।জননী জন্মভূমি হিসাবে আজও পূজিত হয় নারীশক্তি দেবী দুর্গাকে। তবে দেবী দুর্গার ভূমিকায় কম অংশ নেননি বাংলার মাতঙ্গিনী।সেই জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে মেদিনীপুরের নারীদের যোগদান ছিল ইতিহাসে এক মাইলফলক ঘটনা। মাতঙ্গিনী হাজরা সে ইতিহাসেরই এক জ্বলন্ত বারুদ। তাই মেদিনীপুরে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আলাদা রূপ পেয়েছিল।তবেই আইন অমান্য আন্দোলনে মাতঙ্গিনী ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আলিনান গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। খবর পেয়েই পুলিশ এল। মাতঙ্গিনী গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে রইলেন অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরাও। তারাও গ্রেপ্তার হলেন। এ দুর্ভোগ অবশ্য বেশিক্ষণ সইতে হয়নি। কিছুটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে মাতঙ্গিনীকে ছেড়ে দেওয়া হল।এদিকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সদস্যেরা মেদিনীপুর জেলার সকল থানা ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। উদ্দেশ্য ছিল জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। প্রধানত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সহ ছয় হাজার সমর্থক তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের করে। প্রাণবিনাশী এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন মাতঙ্গিনী হাজরা।এই সময়(১৯৩০-৩৪) আন্দোলনের ঢেউ মেদিনীপুরেও আছড়ে পড়ে। বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুরের শাসনব্যবস্থা তখন প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে সন্ত্রাসবাদীদের দাপটে। তিন-তিনজন জাঁদরেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটপেডি, গডলাস ও বার্জ প্রাণ হারিয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। এক কথায় বলা যায়, এ সময় শাসককুল মেদিনীপুরের নাম শুনলেই বিশেষভাবে আতঙ্কিত ও দিশেহারা হয়ে পড়তেন। অন্যদিকে ১৯৩০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হল লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন। দেশবাসীর পক্ষে সমুদ্র-জল থেকে লবণ সংগ্রহ করা তখন বেআইনি ছিল। দেশের যে যে জায়গায় লবণ তৈরির সুযোগ ছিল সত্যাগ্রহীরা সেইসব জায়গায় লবণ তৈরি করে আইন-অমান্য করতে লাগলেন। মেদিনীপুরের কাঁথিতেই প্রথম লবণ তৈরি শুরু হল। খবর পেয়েই পুলিশ গ্রামে ঢুকল। ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। নানান অত্যাচার শুরু করে দিল। তবুও মেদেনীপুর শায়েস্তা হল না। শাসককুল চাইল লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকার তাদের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হামাসের সঙ্গে আলোচনায় রাজি নেতানিয়াহু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাসের সঙ্গে গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এবার ইসরায়েলের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ থাকবে, মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য নয়।

নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে আলোচনার পর নেতানিয়াহু এ সিদ্ধান্ত নেন। নতুন একটি প্রতিনিধি দল গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, এবার মোসাদের কর্মকর্তারা নেতৃত্ব দেবেন প্রতিনিধিদলে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে হামাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুনরায় বিবেচনা করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র, কাতার এবং মিসর মধ্যস্থতা করে আসছে। কাতারের মাধ্যমে হামাস গত মার্চে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল, যাতে গাজা থেকে ইসরায়েলের সেনা প্রত্যাহারের শর্তে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল।

শুরুর দিকে নেতানিয়াহু এই প্রস্তাবকে পাত্তা দেননি, কারণ তিনি গাজায় হামাসকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তবে সম্প্রতি হিজবুল্লাহর সঙ্গে উত্তেজনার কারণে তিনি এই প্রস্তাবে আগ্রহী হয়েছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, লেবাননভিত্তিক হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাত শুরু হলে তা পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষে এখন এত বড় যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়।

সম্পাদকীয়

স্টেনলেস স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বাসনপত্রের গুণমান বজায় রাখতে ভারতীয় মানক ব্যুরো'র নির্দেশিকা

রান্নাঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের গুণমান বজায় রাখার জন্য এবং রান্নাঘরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার স্টেনলেস স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বাসনপত্রের গুণমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের শিল্পোৎসাহ ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের জারি করা এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, এই ধরনের বাসন তৈরির ক্ষেত্রে ভারতীয় মানক ব্যুরো'র নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। বাসনপত্রগুলির গায়ে আইএসআই-এর চিহ্ন বসানো বাধ্যতামূলক। কোনও সংস্থা এই নির্দেশিকা না মানলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের সুরক্ষা ও পণ্যের গুণমান বজায় থাকবে।

সম্প্রতি ভারতীয় মানক ব্যুরো (ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস্ - বিআইএস) রান্নাঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বাসনপত্রের জন্য একাধিক গুণমান নির্ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে উন্নতমানের বাসনপত্র তৈরি যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে, পাশাপাশি এদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ রন্ধন প্রণালীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে উপভোক্তারা চাহিদা মতো তাঁদের পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্রের জনপ্রিয়তা সারা বিশ্বে। এই বাসনগুলির স্থায়িত্ব এবং গুণমানের জন্য উপভোক্তারা এগুলি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। ইস্পাতের সঙ্গে ক্রোমিয়াম এবং নিকেল, মলিবডেনাম ও ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করে স্টেনলেস স্টিল তৈরি করা হয়। এই স্টিলের তৈরি সামগ্রী ক্ষয়রোধী। বিআইএস ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (আইএস) ১৪৭৫৬ : ২০২২ গুণমানসম্পন্ন স্টেনলেস স্টিল দিয়েই রান্নায় ব্যবহৃত বাসনপত্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছে।

অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র হাল্কা ওজন, উচ্চ তাপ পরিবাহী ক্ষমতার কারণে গৃহস্থ ও পেশাদার রান্নাঘরে এর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট রয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈরির ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (আইএস) ১৬৬০ : ২০২৪ গুণমান বজায় রাখতে হবে। বিআইএস-এর গত ১৪ মার্চ জারি করা এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বাসনপত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণমান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে, দেশ জুড়ে উন্নত গুণমান ও সুরক্ষার বাসনপত্র গৃহস্থ, হোটেল ও রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে ব্যবহার করা সুনিশ্চিত হবে।

আমেরিকার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে গোপনে কয়লা এল ভারতে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই আগাম নির্বাচন ডেকে এক মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। তবে ফল হয়েছে উল্টো, সরকার গঠন তো দূরের কথা মুখরক্ষার মতো আসনও পায়নি সুনাকের নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টি।

৪১২ আসন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় লেবার পার্টি। এরইমধ্যে নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমার। কনজারভেটিভ পার্টির দীর্ঘ ১৪ বছরের শাসনের অবসান হয়ে তার সাথে সাথেই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে গত মে মাসের শেষের দিকে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন সুনাক। দেশটিতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও সুনাক চলতি বছরের ৪ জুলাই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। তারই নির্বাচনি প্রচার ক্যাম্পেইনের প্রধান সুনাকের এ সিদ্ধান্তে দ্বিমত জানিয়েছিলেন। সুনাক বড় ধরনের বাজিই ধরেছিলেন। তবে সেই বাজি ভোজবাতির মতোই ফুরিয়ে গেছে। অতি আত্মবিশ্বাসী ঋষি সুনাক লেবার পার্টির স্টারমারকে ধরাশায়ী করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে রীতিমতো ধরা খেয়েছেন। লেবার পার্টির কাছে ধরাশায়ী হয়েছে তার দল। ইতিহাসের সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয়ই বলছেন অনেকে। নির্বাচনে এমন পরাজয়ের কারণে কনজারভেটিভ নেতারা একে-অপরকে দোষারোপ করছেন। তাদের অনেকের মনেই এখন এ আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, হয়তো এ পরাজয় তাদের এক প্রজন্মকে ক্ষমতার বাইরে রাখবে।

কনজারভেটিভ পার্টির এমন ফলে হতাশ হয়ে দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা নানা রকম মত দিয়েছেন। তবে তারা এক বিষয়ে একমত, তা হলো সুনাকের নির্বাচনি কৌশল। একেই তারা বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবেই দেখছেন।

নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য পেনি মরডান্ট বলেছেন, 'কনজারভেটিভ পার্টি বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে। কারণ, দলটি জনগণের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।' সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্র্যান্ট শ্যাপস বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মতপার্থক্য দূর করতে না পারায় ভোটাররা হতাশ হয়েছেন।'

সবমিলিয়ে সুনাকে মহাকাব্য আপাতত শেষ হলো ট্রাজেডিতে। ১৪ বছর পর ব্রিটিশ মসনদ দখলে নিল লেবার পার্টি।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চারটি অনুঘটকের কারনে হয় মানব জন্ম। যা হল কর্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি। আর সাধকের জন্ম হয় কর্মের পুন্য, জ্ঞান, ভক্তি ও সাধের কারণে। যখন এই অনুঘটক গুলো পূর্নতা লাভ করে তখন মেলে সিদ্ধি। আর, একটা সিদ্ধি কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। সিদ্ধির ব্যপারটা অনেকটা উর্ধমুখী সিঁড়ির মতো। এক একটা পরীক্ষা আর তার পর নতুন সিঁড়ির দরজা খোলা হয়। এভাবে চলতে থাকে। আর পরীক্ষার আগে থাকে শিক্ষা এবং চরম বাঁধা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

ছেড়ে যাওয়া স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ শোলাঙ্কি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলার অভিনেত্রী শোলাঙ্কি রায়। অভিনয়ের মাধ্যমে ভক্ত-অনুরাগীদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে ২০১৮ সালে বিয়ে করেছিলেন স্কুলজীবনের বন্ধু শাক্যকে। তবে ২০২৩ সালে এ দম্পতির আইনি বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

কর্মসূত্রে নিউজিল্যান্ডে থাকেন শাক্য। বিয়ের পর বছরখানেক সেদেশেই সংসার করেছেন শোলাঙ্কি। কিন্তু অভিনয় ছেড়ে থাকতে পারেননি বেশি দিন। এই ভৌগোলিক দূরত্বই ঘর ভাঙার কারণ দুজনের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন স্বামীকে প্রশংসায় ভাসালেন শোলাঙ্কি।

শোলাঙ্কি বলেন, আমার প্রাক্তন স্বামী দুর্দান্ত একজন মানুষ। আমাদের আজও যোগাযোগ আছে। কথা হয়। আমার মনে হয় ডিসট্যান্স আমাদের সম্পর্কে (ভাঙার ক্ষেত্রে) একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে।

জানা যায়, মুম্বাইয়ে একসঙ্গে থাকতেন এ তারকা জুটি। যদিও নিজেদের প্রেম নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হলে বারেবারে ভাল বন্ধু হিসেবেই পরিচয় দিয়েছেন সোহম-শোলাঙ্কি। অভিনেতা সোহমের সঙ্গে প্রেমের বিষয়ে শোলাঙ্কি জানান, তারা খুব ভালো বন্ধু। সময় হলে প্রেমের বিষয়ে কথা বলবেন।

এর আগে শাক্য সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে শোলাঙ্কি বলেছিলেন, আমার প্রাক্তন স্বামীর মতো মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ও একজন অসাধারণ মানুষ। আর এটা আমি বলার জন্য বলছি না। এটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করি। যখন দুটো মানুষ একসঙ্গে থাকবে ভাবে, তারা চায় সেটা সফল হোক। এ অভিনেত্রী বলেন, অনেক সময় দুজন মানুষ খুব ভালো হলেও তারা ওই সময় একসঙ্গে থাকার জন্য ঠিক চয়েসটা নয়। সেটাই আমার ক্ষেত্রে মনে হয়েছে। একজন খারাপ মানুষের সঙ্গে না থাকাটা অনেক সহজ। ওই সময় জীবন থেকে চাহিদাগুলো অনেক আলাদা ছিল। ছোট ছিলাম খুব প্রেম ছিলাম মনে হয়েছিল একসঙ্গে থাকতে পারব।

টাইগারের এক ছবির পারিশ্রমিকই নাকি ১৬৫ কোটি, মুখ খুললেন প্রযোজক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শিরোনাম পড়ে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন! ভাবছেন, টাইগার শ্রফের মতো নায়কেরও এত দাম! হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতোই খবর। আর এটা কিন্তু কোনও গুঞ্জন নয়। টাইগারের পারিশ্রমিক নিয়ে খোদ মুখ খুলেছেন প্রযোজক সুনীল দর্শন!

এই মুহূর্তে যখন বলিউড জুড়ে প্রযোজক বাসু ভাগনানির সংস্থার কর্মীদের চাকরি যাওয়ার খবরে তোলপাড়। শোনা যাচ্ছে, ছবি ফ্লপের বোঝা সামলাতে না পেরে প্রযোজক বাসু ভাগনানি নাকি কর্মী ছাঁটাই করছেন। তবে এই খবরকে ভুয়া বলে জানিয়েছেন বাসু নিজেই।

ঠিক এই আবহেই এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে, আরেক প্রযোজক সুনীল দর্শন জানালেন, 'নায়কদের অতিমাত্রায় পারিশ্রমিক বেড়ে যাওয়া অনেক সময়ই প্রযোজকরা ক্ষতির মুখ দেখছে। এই যেমন টাইগার শ্রফ, তার শেষ মুক্তি প্রাপ্ত ছবির জন্য ১৬৫ কোটি রুপি চেয়েছেন।'

এই সাক্ষাৎকারে সুনীল আরও জানালেন, 'বহু এমন নায়ক রয়েছেন, যাদের ঝুলিতে কোনও হিট নেই। তারাও কোট কোটি টাকা চান। এ অবস্থায় প্রযোজনা সংস্থার খুব চাপ। তবে শুধু টাইগার শ্রফ নন, অক্ষয়ের পারিশ্রমিক শুনলেও অবাক হবে সবাই।' যদিও তিনি অক্ষয়ের পারিশ্রমিকের নির্দিষ্ট অঙ্কটা বলেননি।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'। ডেভিড ধাওয়ানের পরিচালনায় সে ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন ও গোবিন্দা। নায়িকা হিসেবে ছিলেন রবিনা ট্যান্ডন এবং রামিয়া কৃষ্ণণ। একই নামে চলতি বছর অক্ষয় ও টাইগারের 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা' মুক্তি পেলেও, দর্শক সাড়া পায়নি।

বোনের বিয়েতে কেন অনুপস্থিত, অবশেষে মুখ খুললেন সোনাক্ষীর ভাই!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :অভিনেতা জাহির ইকবালকে বিয়ে করেছেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। বিয়েতে ধর্মীয় আচার ছিল না। কিন্তু, রিসেপশেন দেখা মেলেনি অভিনেত্রীর দুই ভাই লাভ ও কুশ সিনহার। বিয়ের আগে গুঞ্জন ছড়ায়, এই সম্পর্কে নাকি মোটেও সম্মতি ছিল না শত্রুঘ্ন সিনহা-সহ গোটা পরিবারের। নেটাগরিকদের জল্পনা ছিল, এই জন্যই নাকি বিয়েতে দেখা যায়নি লাভ ও কুশকে।

নানা রকম জল্পনার মাঝে অবশেষে মুখ খুললেন লাভ সিনহা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট করে সোনাক্ষী ও জাহিরের বিয়ে নিয়ে কথা বলেন তিনি। দাবি করেন, এত সমালোচনা সত্ত্বেও পরিবারের প্রতি তার ভালবাসা কোনওভাবেই কমবে না। পরিবারই তার কাছে প্রাথমিক বিষয়।

লাভ তার পোস্টে লিখেছেন, কেন তিনি বিয়েতে উপস্থিত থাকেননি। তার কথায়, "কেন আমি বিয়েতে উপস্থিত থাকিনি, এটাই হল প্রশ্ন! আমার বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা কথা প্রচার করে কোনও লাভ নেই। আমার কাছে সব সময় আমার পরিবারই অগ্রাধিকার পাবে।"

২৩ জুন বিয়ে করেন সোনাক্ষী ও জাহির। তারপরেই লাভ ও কুশকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারা কেন উপস্থিত থাকেননি। সেই সময় লাভ বলেছিলেন, "দু'একটা দিন সময় দিন। আমার যদি মনে হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই এই প্রশ্নের উত্তর দিব।"

শোনা যাচ্ছিল, ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করার জন্যই সম্মতি ছিল না শত্রুঘ্নের। যদিও শত্রুঘ্ন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, অনেকেরই বিয়ের আগে নানা রকমের সমস্যা হয় পরিবারে। কিন্তু এই বিয়েতে তাদের সম্পূর্ণ সম্মতি রয়েছে।

বিয়েতে ছিল না কোনও ধর্মীয় আচার। আইনি মতে বিয়ে সারেন তারকা যুগল। আড়ম্বরহীন বিয়েতে সোনাক্ষীর সাজও ছিল ছিমছাম। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন আত্মীয় পরিজন ও বি-টাউনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব।

প্রেমের ব্যাপারে হাল ছাড়ি না, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাই : মালাইকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া নিয়ে এতদিন চুপই ছিলেন মালাইকা আরোরা। অবশেষে মুখ খুললেন তিনি। অর্জুন কাপুরের জন্মদিনে মালাইকার অনুপস্থিতি সেই খবরকে আরও পাকাপোক্ত করেছে। এদিকে মালাইকা একটি সাক্ষাতকারে প্রেমের সম্পর্ক আছে কি নেই- সেই বিষয়ে কিছু না বলে শুধুই বলেছেন যে, 'প্রেমের ব্যাপারে আমি হাল ছাড়ি না। শেষ পর্ষন্ত চেষ্টা করে যাই।'

গত মাসে অর্জুন-মালাইকার বিচ্ছেদের খবর সামনে আসে। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছিল, বিচ্ছেদ হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তাদের মধ্যে। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা। মঙ্গলবার মাঝরাতে ছিল অর্জুনের এলাহি জন্মদিনের পার্টি। কিন্তু দেখা যায়নি অর্জুনের প্রেমিকা মালাইকা অরোরাকে।

ইনস্টাগ্রামে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শেয়ার করেছেন মালাইকা। যাতে লেখা রয়েছে, 'আমার সেই মানুষদের পছন্দ করি যাদের আমি চোখ বন্ধ করে এবং পিছনের দিকে না তাকিয়েও বিশ্বাস করতে পারি।' এরপরই গুঞ্জন আরও দৃঢ় হয়। তাহলে দুজনের মধ্যে তিক্ততা দানা বেঁধেছে! প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের পর থেকে প্রেমের কারণেই অধিক চর্চিত মালাইকা। নিজের থেকে ১২ বছরের ছোট অর্জুন কাপুরের সঙ্গে তার প্রেম।

বলিউডে যুগলদের সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার খবর প্রায়ই শিরোনামে উঠে আসে। গত মে মাসে সেই তালিকায় সংযোজন হয় 'পাওয়ার কাপল' মালাইকা আরোরা ও অর্জুন কাপুর। এখনও পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় বা সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের বিচ্ছেদ নিয়ে কোনও কথা বলেননি অর্জুন বা মালাইকা কেউই।

পার্টিতে অমিতাভের নাতির সঙ্গে শাহরুখ কন্যা, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আগামী ছবির শুটিং লন্ডনেই হচ্ছে শাহরুখ কন্যা সুহানার। আপাতত তাই সেদেশেই রয়েছেন এই তারকা কন্যা। তবে শুধুই কি কাজ! তারই ফাঁকে বেড়ানো, আনন্দ, সবই চলছে। সঙ্গে চলছে প্রেমিকের সঙ্গে সময় কাটানো। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন অমিতাভের নাতি অগস্ত্য নন্দাও এই মুহূর্তে লন্ডনেই রয়েছেন।

সম্প্রতি লন্ডনের একটি ক্লাবে সুহানা-অগস্ত্যর একান্তে সময় কাটানোর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হচ্ছে। তাতে দেখা যায়, খুবই অন্তরঙ্গ অবস্থায় রয়েছেন সুহানা ও অগস্ত্যা। নাইটক্লাবের কোণায় রাখা এক সোফাতেও অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গেছে তাদের।

বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট থেকে জানা যাচ্ছে, অগস্ত্য ও সুহানা লন্ডনের ওই জনপ্রিয় ক্লাবে বেদান্ত মহাজনের জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। রাতের সেই পার্টিতে অগস্ত্য নন্দাকে একটা কালো শার্টে দেখা গিয়েছে। আর সুহানা খানের পরনে ছিল নীল জিন্সের সঙ্গে সাদা রঙের টি-শার্ট। তাদের দুজনের সঙ্গে বি-টাউনের আরও এক স্টারকিড কাজল কন্যা নাইসা দেবগনকেও দেখা যায়।

'দ্য আর্চিস' ছবিতে একসঙ্গে ডেবিউ করার পর থেকেই বি-টাউনে অমিতাভ বচ্চনের নাতি ও শ্বেতা বচ্চন নন্দার ছেলে অগস্ত্য নন্দার সঙ্গে শাহরুখ কন্যা সুহানার সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোন কথাই বলেননি সুহানা কিংবা অগস্ত্য। তবে বি-টাউন সূত্রে খবর, ঘনিষ্ঠ মহলে সুহানা জানিয়েছেন তিনি এই সম্পর্ককে সময় দিতে চান। ভেবেচিন্তেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আজকাল প্রায়ই একসঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায় সুহানা ও অগস্ত্যকে। এমনকি কিং খান শাহরুখের অসুস্থতার সময়ও ছুটে গিয়েছিলেন অমিতাভের নাতি অগস্ত্য। দুঃসময়ে সুহানার পাশে পাশে থাকতে দেখা গিয়েছিল অগস্ত্যকে। আর তখন থেকেই তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন আরও জোড়াল হয়।

বিশ্বকাপ জিতে
ভারতের ৭ রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের শিরোপা জিতে এক যুগ অপেক্ষার অবসান ঘটলো ভারতের। সবশেষ ২০১১ সালে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এবারই কোনো বিশ্ব আসরে চ্যাম্পিয়ন হলো তারা। সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ৭ রেকর্ড গড়েছে রোহিত শর্মার দল। রেকর্ডগুলো হচ্ছে- ১। প্রথম দেশ হিসেবে কোনো ম্যাচ না হেরেই বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। কানাডার বিপক্ষে ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে গেলেও গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল মিলিয়ে মোট ৮টি ম্যাচই জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। টি-টোয়েন্টিতে টানা এতগুলো ম্যাচ এর আগে জিততে পেরেছিল কেবল অস্ট্রেলিয়া। এবার তাদের ছুঁয়েছে ভারত। তবে ফাইনালে হারার আগে টানা আট ম্যাচে জয় ছিল দক্ষিণ আফ্রিকারও। ২। এখন অবধি অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৯ আসরের ফাইনালের আটটিতেই জিতেছে টস জেতা দল। ২০০৯ সালে পাকিস্তানের কাছে কেবল টস জেতার পরও হেরেছিল শ্রীলঙ্কা। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো কোনো দল আগে ব্যাট করে বিশ্বকাপ জিতলো। আগের দু'টি ছিল ২০০৭ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত ও ২০১২ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৩। দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা তৃতীয় দল ভারত। এর আগে এমন কীর্তি ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের। দু'টি বিশ্বকাপ জেতা খেলোয়াড়দের তালিকায় নবম নাম রোহিত শর্মার। এর আগে ড্যারন সামি, মার্লোন স্যামুয়েলস, ক্রিস গেইল, জনসন চার্লস, ডোয়াইন ব্রাভো, স্যামুয়েল ভাদ্রি, আন্দ্রে রাসেল ও দিনেশ রামদিনের এই কীর্তি ছিল। ৪। এবারের বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান করে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে এটিই কোনো দলের সর্বোচ্চ রান। এতদিন ২০২১ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের রান তাড়া করে অস্ট্রেলিয়ার তোলা ২ উইকেটে ১৭৩ রান ছিল সর্বোচ্চ। ৫। ভারতের কয়েকজন ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত অর্জনের পাল্লাও ভারি হয়েছে। বিশ্বকাপ জিতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন ফাইনালের ম্যাচ সেরা বিরাট কোহলি। এ নিয়ে সবমিলিয়ে ১৬ বার টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতেছেন কোহলি। তার চেয়ে বেশি ম্যাচ সেরা হওয়ার কীর্তি নেই কারও, দ্বিতীয় স্থানে আছেন সূর্যকুমার যাদব। ৬। ৩৭ বছর ৬০ দিন বয়সে অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপ জিতে রেকর্ড গড়েছেন রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বুড়ো ও সবমিলিয়ে আইসিসি টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় বেশি বয়সী অধিনায়ক তিনি। ১৯৯২ সালে ৩৯ বছর ১৭২ দিন বয়সে পাকিস্তানকে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন ইমরান খান।

৭। ফাইনালের পর শনিবার রাতেই অবসরের ঘোষণা দেন রোহিত শর্মাও। সবমিলিয়ে ভারতকে ৬২ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ৪৯টিতে জিতিয়েছেন রোহিত। তার চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসেবে দলকে জয় এনে দিতে পারেননি অন্য কেউ। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাবর আজমের জয় ৪৮ ম্যাচে।

বিশ্বকাপ সেরা একাদশের ছয়জনই ভারতীয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার জাসপ্রিত বুমরাহ। ছবি: আইসিসি

ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থা আইসিসি। একাদশে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল থেকে সুযোগ পেয়েছেন ছয়জন। নেই বাংলাদেশের কেউ।

নিজেদের ওয়েবসাইটে রোববার দ্বাদশ খোলোয়াড় সহ একাদশ ঘোষণা করে আইসিসি। রানার্স আপ দক্ষিণ আফ্রিকা দলের কেউ একাদশে জায়গা পাননি। একমাত্র দ্বাদশ ক্রিকেটার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন প্রটিয়া পেসার আনরিক নরকিয়া।

সেমিফাইনালে খেলা ইংল্যান্ড দল থেকেই কেউ একাদশে জায়গা পাননি। আফগানিস্তানের ৩ জন ক্রিকেটার রয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা দলে। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে জায়গা পেয়েছেন একজন করে।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সেরা একাদশে সুযোগ পেয়েছেন রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, জসপ্রীত বুমরাহ ও আর্শদীপ সিং। অবশ্য ফাইনালের সেরা হয়েও বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা পাননি বিরাট কোহলি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪-এর সেরা দল:

১. রোহিত শর্মা (ভারত): ৮ ম্যাচে ৩৬.৭১ গড়ে ২৫৭ রান। স্ট্রাইক-রেট ১৫৬.৭০। হাফ-সেঞ্চুরি ৩টি।

২. রহমানউল্লাহ গুরবাজ (আফগানিস্তান): ৮ ম্যাচে ৩৫.১২ গড়ে ২৮১ রান। স্ট্রাইক-রেট ১২৪.৩৩। হাফ-সেঞ্চুরি ৩টি।

৩. নিকোলাস পুরান (ওয়েস্ট ইন্ডিজ): ৭ ম্যাচে ৩৮.০০ গড়ে ২২৮ রান। স্ট্রাইক-রেট ১৪৬.১৫। হাফ-সেঞ্চুরি ১টি।

৪. সূর্যকুমার যাদব (ভারত): ৮ ম্যাচে ২৮.৪২ গড়ে ১১৯ রান। স্ট্রাইক-রেট ১৩৫.৩৭। হাফ-সেঞ্চুরি ২টি।

৫. মার্কাস স্টাইনিস (অস্ট্রেলিয়া): ৭ ম্যাচে ৫ ইনিংসে ৪২.২৫ গড়ে ১৬৯ রান। স্ট্রাইক-রেট ১৬৪.০৭। হাফ-সেঞ্চুরি ২টি। ৬ ইনিংসে ১০ উইকেট, ইকোনমি ৮.৮৮।

৬. হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত): ৮ ম্যাচের ৬ ইনিংসে ৪৮.০০ গড়ে ১৪৪ রান। স্ট্রাইক-রেট ১৫১.৫৭। হাফ-সেঞ্চুরি ১টি। ৮ ইনিংসে ১১ উইকেট, ইকোনমি ৭.৬৪।

৭. অক্ষর প্যাটেল (ভারত): ৮ ম্যাচের ৫ ইনিংসে ২৩.০০ গড়ে ৯২ রান। স্ট্রাইক-রেট ১৩৯.৩৯। ৮ ইনিংসে ৯ উইকেট। ইকোনমি ৭.৮৬।

৮. রশিদ খান (আফগানিস্তান): ৮ ম্যাচে ১৪ উইকেট। বোলিং গড় ১২.৭৮। ইকোনমি ৬.১৭। সেরা বোলিং ১৭ রানে ৪ উইকেট।

৯. জসপ্রীত বুমরাহ (ভারত): ৮ ম্যাচে ১৫ উইকেট। বোলিং গড় ৮.২৬। ইকোনমি ৪.১৭। সেরা বোলিং ৭ রানে ৩ উইকেট।

১০. আর্শদীপ সিং (ভারত): ৮ ম্যাচে ১৭ উইকেট। বোলিং গড় ১২.৬৪। ইকোনমি ৭.১৬। সেরা বোলিং ৯ রানে ৪ উইকেট।

১১. ফজলহক ফারুকি (আফগানিস্তান): ৮ ম্যাচে ১৭ উইকেট। বোলিং গড় ৯.৪১। ইকোনমি ৬.১৩। সেরা বোলিং ৯ রানে ৫ উইকেট।

১২. আনরিখ নরকিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা): ৯ ম্যাচে ১৫ উইকেট। বোলিং গড় ১৩.০৪। ইকোনমি ৫.৭৪। সেরা বোলিং ৭ রানে ৪ উইকেট।

২৮ সদস্যের অ্যাথলেটিক দলের
নেতৃত্ব দেবেন নীরাজ চোপড়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অলিম্পিক সোনা জয়ী নীরাজ চোপড়া, প্যারিসে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে, ২৮ সদস্যের অ্যাথলেটিক দলকে নেতৃত্ব দেবেন। আগামী ২৬ জুলাই শুরু হতে চলেছে প্যারিস অলিম্পিক। বিশ্বজয়ী জ্যাভেলিন ক্রীড়াবিদ নীরাজ চোপড়া প্যারিসে সদ্য অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লেগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেননি, অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে। ভারতীয় অ্যাথলেটিক দলে ১৭ পুরুষ ও ১১ মহিলা অ্যাথলিট থাকবেন। হাঁটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রিয়ঙ্কা গোস্বামী এবং আরশদ্বীপ সিং এই দলের প্রথম দুই নির্বাচিত সদস্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন অভিনাশ সাবলে, রাজিন্দারপাল সিং টুর যাঁরা হাঙ্গজহু এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ছিলেন। ৪।৪০০ পুরুষ রিলে দলে আছেন মোহাম্মদ আনাস, মোহাম্মদ আজমাল, ওমজ জ্যাকব এবং রাজেশ রমেশ। বাহামাসে অনুষ্ঠিত ২০২৪ বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় রিলেদল ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। সেই অর্থে রিলে দলটির দিকে সকলের নজর থাকবে। স্টাডে ডি ফ্রান্সে অগাস্টের ১ থেকে ১১ অলিম্পিকের অ্যাটলেটিক প্রতিযোগিতা চলবে।

পিটিআই সূত্রে জানা গেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মুকেশ মান্ডভিয়া শুক্রবার দল ঘোষণা এবং খেলার জার্সি উদ্বোধনের সময় বলেন, "আমি নিশ্চিত এই দলটি অ্যাথলেটিক্সে ভারতের অগ্রগতি ধরে রাখতে পারবে।"

মার্টিনেজের জোড়া গোলে
শেষ আটে আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইনজুরি সমস্যার কারনে দলে ছিলেন না লিওনেল মেসি। শুধু মেসিই নয় নিষেধাজ্ঞার কারনে ডাগ আউটে থাকতে পারেননি দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি। এত কিছুর পরও উড়ন্ত আর্জেন্টিনাকে থামাতে পারেনি পেরু। ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রোববার সকালে 'এ' গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে লাউতারো মার্টিনেজের জোড়া গোলে পেরুকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ায় এবার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লিওনেল মেসির দল। সেই সাথে ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলো পেরু। গুরুত্বহীন ম্যাচে মুল একাদশে নয় পরিবর্তন নিয়ে পেরুর বিপক্ষে মাঠে নামে আর্জেন্টিনা। তারপরও ডি মারিয়া-মার্টিনেজদের বিপদে ফেলতে পারেনি পেরু। শুধু প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাকে আটকে রাখতে পেরেছে তারা। যদিও খেলার ২৬ মিনিটে গোলের সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছে আর্জেন্টিনা। লিয়ান্দ্রো পারাদেসের ফ্রি কিক অসাধারণ দক্ষতায় রক্ষা করেন পেরুর গোলকিপার পেদ্রো গায়াসি। ৪৪ মিনিটে আরো একবার দলকে রক্ষা করেন পেরুর গোলকিপার। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জিওভানি সেলসোর জোড়ালো শট ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দেন গায়াসি। বিরতি থেকে ফিরেই গোল পায় আর্জেন্টিনা। ৪৭ মিনিটে সংঘবদ্ধ আক্রমনে ডি মারিয়ার কাছ থেকে বল পেয়ে জোড়ালো শটে জাল কাঁপান লাউতারো মার্টিনেজ। ৫৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেয়েছিলো আর্জেন্টিনা। কর্নার থেকে বল পেয়ে গোল করেছিলেন ডিফেন্ডার নিকোলাস তাগলিয়াফিকো। তবে ফাউলের কারনে গোলটি বাতিল করেন রেফারি। ৬৯ মিনিটে বক্সের ভেতরে হ্যান্ডবলের কারনে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। লিয়ান্দ্রো পারাদেসের শট সাইড বারে লেগে ফেরত আসে। নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হয় আলবিসেলেস্তেরা। আর্জেন্টিনার একের পর এক আক্রমন ঠেকাতেই ব্যস্ত থেকেছে পেরু। গোল শোধে বড় কোনো পরিক্ষায় ফেলতে পারেনি আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে। ৮৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা। পেরুর রক্ষণভাগ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে চমৎকার শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার লাউতারো মার্টিনেজ। এ নিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ছয় ম্যাচে ৭ গোল করলেন তিনি। যদিও গোলটি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো পেরুর খেলোয়াড়রা। তাদের দাবি ডিফেন্ডার আলদো কোর্জোকে ধাক্কা দিয়েছেন মার্টিনেজ। তবে তাদের সেই দাবি নাকচ করে দেন রেফারি। বাকি সময়ে আর কোনো গোল পায়নি কোনো দল। শেষ পর্যন্ত দুই গোলের জয়ে গ্রুপ সেরা হয়েই শেষ আটে পৌছে গেলো আর্জেন্টিনা। এই গ্রুপের আরেক ম্যাচে চিলির সাথে গোলশূন্য ড্র করে তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্স আপ হয়ে আর্জেন্টিনার সঙ্গী হয়েছে কানাডা। তিন ম্যাচ থেকে মাত্র দুই পয়েন্ট নিয়ে প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছে ২০১৬ এর চ্যাম্পিয়ন চিলি।

বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলকে
১২৫ কোটি টাকা উপহার দিবেন জয় শাহ

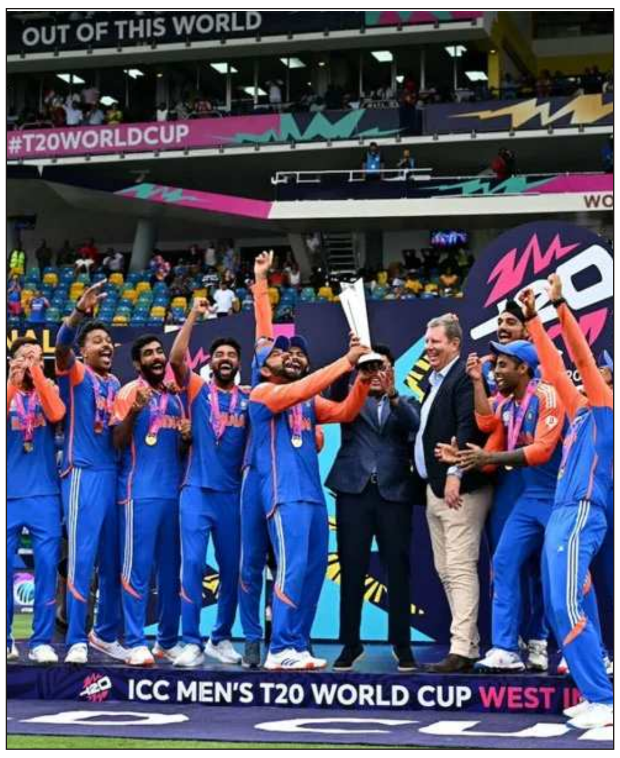

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : ৪ ঠা জুলাই ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন সকালবেলা বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে দলকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপরে ভারতীয় দল মুম্বাই উড়ে যায় এবং সেখানে এক বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়ে একটি হুড খোলা বাসে করে নারিমান পয়েন্ট থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম পরিক্রমা করে। কানায় কানায় পূর্ণ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতীয় দল আনন্দঘন মুহূর্তগুলো উপভোগ করেন। ভারতীয় দলকে দেখা যায় ট্রফি নিয়ে স্টেডিয়ামে দৌড়চ্ছে এবং পরে গানের তালে তালে নাচতে। এরপরই আসে সেই আনন্দঘন মুহূর্ত। বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ ভারতীয় দলের জন্য ১২৫ কোটি টাকার চেক তুলে দেন যা আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন। এটা ছাড়াও ভারতীয় দল আইসিসির তরফ থেকে পেয়েছেন ২০.১২ কোটি টাকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করে।

অ্যান্ডারসনের বিদায়ী সিরিজে পেনিংটন ও স্মিথ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম দুটির জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আলো ছড়িয়ে প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন ডিলন পেনিংটন ও জেমি স্মিথ।

লর্ডসে আগামী ১০ জুলাই শুরু প্রথম টেস্ট। ম্যাচটি খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার জেমস অ্যান্ডারসন।

বাদ পড়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম টম হার্টলি, অলি রবিনসন, জ্যাক লিচ ও মার্ক উড। জায়গা ধরে রেখেছেন তরুণ অফ স্পিনার শোয়েব বাশির। দলে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার তিনি।

পেসারদের মধ্যে অ্যান্ডারসনের সঙ্গে আছেন ক্রিস ওকস, ম্যাথু পটস ও গাস অ্যাটকিনসন। পুরোপুরি ফিট থাকলে বোলিং করতে পারেন অধিনায়ক বেন স্টোকসও।

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে এবার ২৩.০৩ গড়ে ২৯ উইকেট নিয়েছেন পেনিংটন। সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ডানহাতি এই পেসার ৫২ ম্যাচে ১৬৯ উইকেট নিয়েছেন ২৭.২৬ গড়ে। দুইবার পেয়েছেন ইনিংসে পাঁচ উইকেট, চারটি করে শিকার ধরেছেন ৯ বার।

কিপার-ব্যাটসম্যান স্মিথও সারের হয়ে আছেন দারুণ ছন্দে। কাউন্টিতে এবার তিনি ৫০৭ রান করেছেন ৫০.৭০ গড়ে। গত সেপ্টেম্বরে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ পাওয়া আগ্রাসী এই ব্যাটসম্যানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রান তিন হাজার ২৬৪, ব্যাটিং গড় ৪০.৮০। সেঞ্চুরি ৯টি, ফিফটি ১৩টি। লর্ডস টেস্ট দিয়ে এই সংস্করণে ২৩ বছর বয়সী স্মিথের অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সিরিজের প্রথম দুই টেস্টের দলে কিপার-ব্যাটসম্যান বেন ফোকস ও জনি বেয়ারস্টোকে রাখেনি ইংল্যান্ড।

নটিংহ্যামে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ১৮ জুলাই। বার্মিংহ্যামে আগামী ২৬ জুলাই থেকে হবে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট।

ইংল্যান্ড টেস্ট দল: বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমস অ্যান্ডারসন (কেবল প্রথম টেস্ট), গাস অ্যাটকিনসন, শোয়েব বাশির, হ্যারি ব্রুক, জ্যাক ক্রলি, জো রুট, বেন ডাকেট, ড্যান লরেন্স, ডিলন পেনিংটন, অলি পোপ, ম্যাথু পটস, জেমি স্মিথ, ক্রিস ওকস।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR